মুজিবনগরে হেরোইন ও গাঁজাসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে হেরোইন ও গাঁজাসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাতে পৃথক পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন মোনাখালী উত্তরপাড়ার জাকিরুল ইসলামের ছেলে নাইদ ইসলাম (৩২), খোকনের ছেলে রায়হান শেখ (৫২) এবং বল্লভপুর গ্রামের মৃত সনজিৎ মণ্ডলের ছেলে রূপক মণ্ডল (৩০)। তাদের মধ্যে নাইদ ইসলাম ও রায়হান শেখের কাছ থেকে হেরোইন এবং রূপক মণ্ডলের কাছ থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, মুজিবনগর থানা এলাকায় মাদকদ্রব্য উদ্ধার, ওয়ারেন্ট তামিল ও বিশেষ অভিযান পরিচালনার সময় পুলিশের একটি দল মোনাখালী গ্রামের জনৈক লাল মিয়ার কলাবাগানের সামনে পাকা সড়কে পৌঁছালে পুলিশের পোশাক দেখে দুই ব্যক্তি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। পরে সঙ্গীয় ফোর্সের সহায়তায় পুলিশ তাদের আটক করে।

জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিজেদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করেন। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১০ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

অপর একটি অভিযানে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বল্লভপুর গ্রামের রূপক মণ্ডলের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় তাকে তার বসতবাড়ি থেকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে রূপক মণ্ডল তার বাড়ির বিছানার তোষকের নিচ থেকে ১৫০ গ্রাম গাঁজা বের করে দেন। পরে তাকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়।

ওসি আরও জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এর আগেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রয়েছে। তারা এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলেও জানান তিনি।

আটক তিনজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। মুজিবনগরকে মাদকমুক্ত করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ওসি উত্তম কুমার দাস।

মেহেরপুরে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে ১১ পিস ইয়াবাসহ মো: সাজু আহমেদ (২৩) নামের একজনকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

শনিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের নীল এন্টার প্রাইজের সামনে ইয়াবা বিক্রয়কালে সেখানে ইয়াবাসহ আটক করে ডিবি।

আটক সাজু আহমেদ মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের বাসিন্দা।

মেহেরপুর জেলা ডিবি পুলিশের ওসি প্রদীপ কুমার সানা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের নীল এন্টার প্রাইজের সামনে ইয়াবা বিক্রয়কালে সেখানে ১১ পিচ ইয়াবা সহ আটক করে ডিবি।

আটককৃত সাজু আহমেদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদক ব্যবসায়ী ওল্টুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী

আলমডাঙ্গার বেলগাছীতে ওল্টুর মাদক কারবারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। অভিযানের নামে সৃষ্ট প্রহসনে পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অবিলম্বে জোরালো অভিযান চালিয়ে ওল্টুকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী ইউনিয়নে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ্যে মাদক বেচাকেনার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে।

অভিযুক্ত যুবকের নাম মো. ওল্টু (২৭)। তিনি উপজেলার বেলগাছী গ্রামের বাগানপাড়া এলাকার মৃত সাহেব আলীর ছেলে। গ্রামের মানুষের কাছে তিনি এখন ‘মাদক সম্রাট’ নামেই পরিচিত।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে ওল্টু গ্রামে মাদকের কারবার চালিয়ে আসছেন। পুলিশের তৎপরতা বাড়লে তিনি কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দেন, আর অভিযান থেমে গেলেই আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বর্তমানে তিনি একাধিক ব্যক্তির মাধ্যমে মাদক ছড়িয়ে দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, এই অবৈধ ব্যবসায় স্কুলপড়ুয়া কিশোর ও মাদকাসক্তদের ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। তারাই মাদকের বাহক ও সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করছে।

এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠরা বলেন, একসময় বেলগাছীএলাকায় মাদক ব্যবসার মাধ্যমে আলোচিত ছিলেন ওল্টুর বড় ভাই বোমা কালাম। এখন সেই একই পথে হেঁটে ওল্টু এলাকায় মাদকের বিস্তার ঘটাচ্ছেন।

এলাকার একটি সূত্র জানায়, ওল্টু প্রকাশ্যে দাবি করেন, “আমি মাদক বিক্রি করব, কেউ আমাকে ধরতে পারবে না। পুলিশও না। আমি কৌশলে ব্যবসা করি, পুলিশ এলেও কিছু পাবে না।” তার এমন দাম্ভিকতায় গ্রামবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়রা বলছেন, এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বেলগাছীর তরুণ প্রজন্ম মাদকের ভয়াবহ ছোবলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন, মাদকের এই গডফাদারকে দ্রুত গ্রেফতার করে এলাকাকে মাদকমুক্ত করা হোক।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

কুষ্টিয়ায় টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় র্যাবের মাদকবিরোধী অভিযানে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে ২ হাজার ৮৫০ পিস নেশাজাতীয় টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের খবর পেয়ে মূল আসামি কৌশলে পালিয়ে যায়।

র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্প সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত সোমবার (১৮ মে) বিকেল সোয়া ৩টার দিকে মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বলিদাপাড়া গ্রামে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

র্যাব-১২ এর কুষ্টিয়া ক্যাম্প কমান্ডারের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে সুলতান মালিথার বসতবাড়ির দক্ষিণ পাশের উঠানে মাদক কেনাবেচার সময় অভিযান চালানো হয়।

অভিযানের সময় মূল আসামি বলিদাপাড়া গ্রামের সুলতান মালিথার ছেলে দিপু মালিথা (২৮) পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে তার দুই সহযোগীকে আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মশান বাজার এলাকার ওবাইদুর রহমানের ছেলে ফাহিমুজ্জামান তুষার আব্দুল্লাহ (২১) এবং গোপালপুর এলাকার মৃত আউয়াল মোল্লার ছেলে আরিফুল মোল্লা (৩০)।

র্যাব জানায়, আটককৃতদের দেহ তল্লাশি ও ঘটনাস্থল তল্লাশি করে ২ হাজার ৮৫০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ট্যাবলেটগুলো অবৈধভাবে বিক্রি ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সূত্রে আরও জানা যায়, টাপেন্টাডল একটি শক্তিশালী নেশাজাতীয় ওষুধ, যা দীর্ঘদিন ধরে তরুণ সমাজের মধ্যে অপব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ধরনের মাদকদ্রব্যের বিস্তার রোধে র্যাবের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত দুইজন এবং পলাতক দিপু মালিথার বিরুদ্ধে

মিরপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি পলাতক আসামিকে গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।

কোটচাঁদপুরে ১৪ পিস ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৪ পিস ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ মোঃ শারফিন ইসলাম (২৬) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

বুধবার (১৩ মে) ভোররাতে বলুহর বকুলতলা এলাকায় মোঃ ইনছান আলীর বাড়ির পশ্চিম পাশে পাকা রাস্তার ওপর থেকে তাকে আটক করা হয়।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোটচাঁদপুর থানার এসআই মোঃ মাসুম বেল্লা সঙ্গীয় ফোর্সসহ একটি চৌকস দল ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এসময় সন্দেহভাজন হিসেবে ওই যুবককে তল্লাশি করলে তার কাছ থেকে ১৪ পিস ইয়াবা ও ইয়াবা বিক্রির নগদ ২ হাজার ৭০০ টাকা উদ্ধার করা হয়। আটক শারফিন ইসলাম বলুহর বকুলতলা এলাকার আব্দুল খালেকের ছেলে।

আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কোটচাঁদপুর মডেল থানার মামলা নং-০৮, তারিখ-১৩/০৫/২০২৬ খ্রি., ধারা-২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১০(ক)/৪১। তাকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এলাকায় মাদক নির্মূলে পুলিশের এ ধরনের অভিযান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে ইয়াবা ও ট্যাপেন্টাডলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় অভিযান চালিয়ে ইয়াবা ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। আটক ব্যক্তির নাম সেন্টু (৪০), তিনি গাংনীর বামন্দী চেরাকী পাড়ার মৃত ছবকুল হোসেনের ছেলে।

সেনাবাহিনীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার (২৭ মে) রাত ৮টা ৩০ মিনিটে মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পে একটি গোপন সংবাদ আসে যে সেন্টু নামক এক ব্যক্তি ইয়াবার একটি নতুন চালান নিজ বাড়িতে মজুত রেখেছেন।

তথ্য পাওয়ার পরপরই মেহেরপুর আর্মি ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজর ফজলে রাব্বির নেতৃত্বে একটি টিম রাত ৯টা ৩০ মিনিট থেকে পরদিন ভোর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বামন্দী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানকালে সেন্টুর বাড়ি থেকে ২৩০ পিস ইয়াবা, ১০২টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট এবং ৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। পরে আটক সেন্টুকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জীবননগরে গাঁজাসহ মাদকব্যবসায়ী

আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও বিজিবির যৌথ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ ফারুক হোসেন (৪৭) নামের এক মাদকব্যবসায়ী আটক করেন।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম ও বিজিবির একটি টিম জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাদকের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান করে।

এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের ধোপাখালী গ্রাম থেকে মৃত আব্দুর লতিফের ছেলে এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী ফারুক হোসেনকে ১ কেজি গাঁজাসহ তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান বলেন,আজ সকাল থেকেই জীবননগর উপজেলার বিভিন্নস্থানে আমাদের একটি টিম এবং বিজিবির একটি টিম মাদক বিরোধী যৌথ অভিযান পরিচালনা করি।

এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের ধোপাখালী গ্রাম থেকে মৃত আব্দুর লতিফের ছেলে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী ফারুক হোসেনকে ১ কেজি গাঁজাসহ তার নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়।
আসামীর কাছ থেকে আমরা আরো অনেক তথ্য পেয়েছি। সে সরাসরি ভারত থেকে গাঁজা কিনে দেশের বিভিন্নস্থানে বিক্রি করে। উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় একটি নিয়মিত মামলার রুজু করা হয়েছে।